৩২

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হারূনুর রশীদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

-মঞ্জুরি কমিশন গঠন করতে হবে।
-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সংগঠন, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, উন্নয়ন ও পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসিত "জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ" গঠন করতে হবে।
-প্রত্যেক শিক্ষায়তনে কার্যনির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ থাকতে হবে।
-শিক্ষা প্রশাসনের, সকল পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষাবিদদের নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিসার পদসমূহও শিক্ষাবিদদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।
-শিক্ষা কার্যকর ব্যক্তিবর্গকে যোগ্যতানুযায়ী দেশের চাকুরী কাঠামোতে সর্বোচ্চ বেতনক্রম ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রত্যেক স্তরে সিভিল সার্ভিসের অনুরূপ বেতনের হার নির্ধারণ করতে হবে।
-শিক্ষা প্রশাসক প্রশিক্ষক একাডেমী স্থাপন করতে হবে।
-প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের পরিচালনা ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিতে হবে।
-প্রাথমিক শিক্ষকদের নিজ গ্রামে বা বাড়ীর নিকটবর্তী স্কুলে নিয়োগ করা যাবে না।
-শর্তাদি পালনে অপারগ স্কুল/কলেজের অনুমোদন বাতিল করতে হবে।
-৪ শিক্ষা বোর্ডকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং এ দায়িত্ব বিভাগীয় অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে অর্পণ করতে হবে।
-কলেজ কর্তৃপক্ষকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।
-আলাদা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বে আনতে হবে।
-উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" গঠন করে সর্বস্তরের শিক্ষার সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই পরিষদের সভাপতি হবেন শিক্ষামন্ত্রী এবং সদস্য হবেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কর্তৃপক্ষীয় প্রতিনিধি প্রমুখ।
-সময়োপযোগী এডুকেশন বোর্ড তৈরী করতে হবে।

শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান

-জাতীয় আয়ের [জিএনপি-র] ৫% শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে।
-অল্প সময়ের মধ্যে তা ৭%-এ উন্নীত করতে হবে।
-মোট ব্যয় বরাদ্দের ৬০% প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, ২৫% বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য এবং বাকী ১৫% কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করতে হবে।
-শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতে হবে এবং এর ব্যয় নির্বাহের জন্য কর রাজস্ব ১০% থেকে ১৮% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ ৭% থেকে ২৫%-এ উন্নীত করতে হবে।
-পৌরসভা ও জেলা পরিষদসমূহকে স্ব-স্ব এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার আংশিক বা পূর্ণ ব্যয় বহনের দায়িত্ব নিতে হবে।
-মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ব্যয়ের ৫০% ছাত্র বেতন থেকে আসতে হবে।
-কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যয়ের বড় অংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে আদায় করতে হবে।
-বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা ব্যয়ের একাংশ বৃহৎ শিল্প, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
-বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

রিপোর্টে যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে

- শিক্ষার সর্বস্তরে ৪ জাতীয় মূলনীতির প্রতিফলন।
-বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমকরণ।
-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলককরণ।
-প্রাথমিক স্তর থেকে বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান।
-৯ম শ্রেণী থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি।
-সবস্তরে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার।
-১৯৮০ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ।
-পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্করণ।
-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের অবসান।
-শিক্ষা প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস।
-সর্বস্তরে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুযোগ ও অর্থসংস্থান।
-যুব সমাজকে জাতীয় সেবায় উদ্বুদ্ধকরণ।
-শিক্ষা ভাষায় যোগ্য ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যে চাকুরী কাঠামোর পুনর্বিন্যাস।
-শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি।

সেম্পল জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত কতিপয় ফলাফল

[শিক্ষা কমিশন ৯০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি প্রশ্নমালা শিক্ষামালা, শিক্ষা প্রশাসক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ, ছাত্র, জাতীয় পরিষদ সদস্যসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রেরণ করেন। প্রশ্নমালা পাঠানো হয় ৯৫৫১ জনের কাছে। কিন্তু প্রশ্নমালার জবাব দেন মাত্র ২৮৬৯ জন। বাকীরা আদৌ কোনো উত্তর দেননি। এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত কতিপয় মতামত নিম্নরূপ]

-উচ্চ শিক্ষা মেধা, কর্মসংস্থান ও জাতীয় প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া উচিত। [১৩২৫ জন]।
-শুধু ইংরেজীই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে থাকা উচিত। [১৪৪২ জন]
-ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচি ত। [১৯৫১ জন]
-ধর্ম শিক্ষা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে থাকা উচিত। [১১৫৯ জন], সর্বস্তরে থাকা উচিত [১১৫৯ জন], সর্বস্তরে থাকা উচিত [১১২৬ জন], কোনো স্তরে থাকা উচিত নয় [১১৬ জন]
-মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার করা উচিত [১২৭৬ জন], মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সংগে একীভূত করা উচিত [৭২২ জন], মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন আছে [৫৭৪ জন], মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নাই [৭৬ জন]।
-সারা দেশ থেকে মেধাবী ছাত্রদের খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতি দরকার [২৩৯৬ জন]
শিক্ষার সমতা বিধানের জন্য ক্যাডেট কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষায়তনের পার্থক্য দূর করা উচিত। [২৪৬৩ জন]
-জাতীয় আয়ের ৭%-এর বেশী শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া উচিত। [১৬১৮ জন]
-উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত। শুধু শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে [১৩৯৩ জন], শিক্ষা সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক ব্যাপারে [৮২০ জন], কোনো ক্ষেত্রেই নয় [৪৮৫ জন]।
-প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত [১৩১ জন], ১৮ বছর বয়স পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ করা উচিত নয় [১০৯৯ জন], কোনো ছাত্রেরই রাজনীতিতে অংশ নেয়া উচিত নয় [১৪৪২ জন]।
-৮ম শ্রেণীর পর সকল স্তরে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত [৮১৬ জন], ৯ম থেকে ১১শ শ্রেণীতে থাকা উচিত [১৯৬ জন], নবম থেকে ১২শ শ্রেণীতে থাকা উচিত [৬৭৩ জন], ১১শ-১২শ শ্রেণীতে থাকা উচিত [৪৮৬ জন]।
-সাক্ষরতা অর্জন আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করতে হবে [১৫০৯ জন], নিরক্ষরদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে [১১৯৫ জন]।
-সহশিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে ঃ ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত [৫০৩ জন], ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত [৪২৬ জন], ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত [১৩০ জন], ১ম থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত [২৫ জন], ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে [৬৯৭ জন], সকল স্তরে [৮২৫ জন]।

কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশমালা প্রণয়নে কিছু বিবেচ্য বিষয়

যেহেতু, জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট) প্রণীত হয়েছিল প্রায় ২৩ বছর আগে;
যেহেতু, এই ২৩ বছরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে;
যেহেতু, অত্র রিপোর্টের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং এই ভিত্তি ও দর্শনের ওপরই রিপোর্টটি তৈরী করা হয়েছিল;
অথচ যেহেতু, ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র অবলুপ্ত বা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে;

(চলবে)